টিপাইমুখ বাঁধ নির্মানের প্রতিবাদে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ফেরদৌস কুদ্দুসী, সিডনী: আজ ৯ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় Stop Tipaimukh Dam Action Group'র উদ্যোগে Group' র সভাপতি জনাব আবেদুল্লাহ হারুনীর সভাপতিত্বে Tipaimukh Dam নির্মাণের প্রতিবাদে স্থানীয় Belmore youth Resource Centre- এ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিবাসী বাংলাদেশী পরিবেশ বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, আই টি বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে বক্তারা বলেন, ভারতের এক তরফা নদী শাসনের এই পরিকল্পনা থেকে নিরস্ত করতে বাংলাদেশের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং এই জন্য যত দ্রুত সম্ভব ১৯৯৭সালের Non-navigational Uses of International Watercourses Convention স্বাক্ষর করা।

জনাব মোহাম্মদ শোয়েবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় টিপাইমুখ বাঁধ এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এর মারাত্মক বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ে আলোচনা পেশ করেন যথাক্রমে বিশিষ্ট কৃষিবিদ জনাব ডঃ মোতাহার হোসেন, অর্থনীতিবিদ জনাব ডঃ আবুল খায়ের জালাল উদ্দীন, প্রানীবিদ জনাব ডঃ ইসমাইল হোসাইন, জনাব ডঃ ওয়ালিউল ইসলাম, পরিবেশবিদ ডঃ নার্গিস বানু প্রমূখ।

জনাব ডঃ মোতাহার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, নদী নালা ও কৃষির উপর ফারাক্কা বাঁধের ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অপূরনীয় ক্ষতিই প্রমাণ করে টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জনজীবনে বয়ে আনবে আর একটি বিপর্যয়।

জনাব ডঃ আবুল খায়ের জালাল উদ্দীন বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ দ্বারা পানি শূণ্য হয়ে পড়বে সুরমা, কুশিয়ারাসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের ষাটটিরও অধিক নদী। নীচে নেমে যাবে ভূগর্ভস্থঃ পানির স্তর। কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উপর যার প্রভাব হবে মারাত্মক। কৃষক, জেলে ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ হারাবে কাজ যা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেবে।

জনাব ডঃ ইসমাইল হোসাইন বলেন, একটি ইকো সিস্টেম গড়ে উঠতে লাগে হাজার হাজার বছর আর এতে বিদ্যমান অনুষঙ্গ গুলোর সমন্বয়। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে বৃহত্তর সিলেট ও তার আশপাশের এলাকার মরুকরণের মাধ্যমে প্রকৃতি হারাবে ভারসাম্য, বিপন্ন হয়ে পড়বে জীব বৈচিত্র । হাওর-বাউর, নদী-নালা শুকিয়ে গেলে খাদ্য ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে সে এলাকার প্রাণীকুল। আসবে না হাজার হাজার শীতের পাখি, যার বিষ্টা মাছের খাদ্য আর ফসলী জমির সার। ফলে কৃষি ও মৎস্য নির্ভর হাওরবাসীর

জীবিকা ও জীবন হবে সংকোচিত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের এক হাত আর এক পা আগেই কেটে ফেলা হয়েছে ফারাক্কা বাঁধের দ্বারা। টিপাইমুখ বাঁধ ধ্বংস করবে ষোল কোটি মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

ডঃ নার্গিস বানু বলেন, বাংলাদেশের উচিত যত শীঘ্র সম্ভব ১৯৯৭ সালের Non-navigational Uses of International Watercourses সনদ স্বাক্ষর করা এবং টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ। তিনি ভারতকেও উক্ত ইউ এন কনভেনশনের সদস্য হয়ে দায়ীত্বশীল দেশের পরিচয় দেওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের জন্য বিশ্ব ব্যাংক থেকে লোন নিতে ভারত যে এনভাইরনমেন্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে তাতে বাংলাদেশের পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত কোন তথ্য উপাত্ত সংযোজন করা হয়নি। অথচ, এ বাঁধের ভাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশই কেবল এ বাঁধের ফলে সরাসরি ও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বিশ্ব ব্যাংককে বরাক নদীর উজান ও ভাটিতে অবস্থিত সকল দেশের উপর টিপাইমুখ বাঁধের এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসম্যান্ট (ই, আই, এ) না করা পর্যন্ত এই প্রকল্পে বিনিয়োগ না করার দাবী জানান।

সভাপতির ভাষণে জনাব আবেদুল্লাহ হরুনী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাপক গণ সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করার আহবান জানান। তিনি বলেন, ১৯৭৪এ পরীক্ষামূলক ভাবে চালুকৃত ফারাক্কার মরণ ফাঁদ দেখার পরও টিপাইমুখ বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাব দেখার জন্য অপেক্ষা করার সময় আমাদের নেই।

সব শেষে একটি রেজুলেশন পাঠ করে শোনান অস্ট্রেলীয় লেবার পার্টির ডেলিগেট জনাব ইউনুস মণ্ডল।